লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সংস্কারের পিছনে হিতবাদী আদর্শের প্রভাব আলোচনা করো। (ব. বি. ২০০৯)

বেন্টিঙ্ক এক জন প্রকৃত প্রশাসকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রবর্তিত কাঠামো সাধারণ ভাবে কোম্পানির পরবর্তী কালে অনুসৃত বিচারব্যবস্থার কাঠামো রূপে গৃহীত হয়েছিল। তবে এই ব্যবস্থা

ছিল জটিল ও ব্যয়বহুল। কোম্পানির অধিকারের সীমানা বৃদ্ধির ফলে বিচারব্যবস্থার আরো বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি হয়ে পড়ে।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে গভর্নর জেনারেল হিসাবে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর শাসনকাল এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। লর্ড বেন্টিঙ্ক বিচারব্যবস্থার মূল কাঠামোকে অপরিবর্তিত রেখে বিচারবিভাগে কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। বেন্টিঙ্কের গৃহীত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলি ঐতিহাসিক মহলে চিত্তাকর্ষক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সাবেকি এবং পুরনো ইতিহাস গবেষণা থেকে একটা ধারণা সাধারণভাবে তৈরি হয়েছে যে, বেন্টিঙ্ক ছিলেন ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সার্বিক উপকারের কথা ভেবেই তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেছিলেন। সেগুলি হলো—

(ক) বেন্টিক মনে করতেন যে, প্রাদেশিক আপীল আদালত এবং ভ্রাম্যমানী ফৌজদারী আদালতগুলি ছিল 'অক্ষম ও অযোগ্য প্রশাসকদের বিশ্রামের স্থান'। আইন বিষয়ে এই বিচারকদের জ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর সন্দেহ ছিল। তাই বেন্টিঙ্ক এই আদালতগুলির বিলোপ ঘটান।

(খ) কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে গঠন করে 'কমিশনার' নামক পদাধিকারীর হাতে সমগ্র ডিভিসনের আইন, বিচার, রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেন।

(গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্‌দের হাতে জেলার ফৌজদারী বিচারের দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

(ঘ) জেলা জজের কাজের ভার লাঘবের জন্য কালেক্টরদের হাতে কিছু বিচারের ভার দেওয়া হয়। কালেক্টদের সাহায্য করার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ পদ সৃষ্টি করা হয়।

(ঙ) জেলা আদালতে ভারতীয়দের নিয়োগ করে বেন্টিঙ্ক উদারতার পরিচয় দেন। অবশ্য ভারতীয় বিচারকগণ ইউরোপীয় বা আমেরিকানদের বিচার করতে পারতেন না। মুন্‌সেফ ও আমিনদের বিচারক্ষমতা যথাক্রমে ৩০০ টাকা ও ৫০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

(চ) নিম্ন আদালতে ফার্সি ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় ভাষায় এবং উচ্চ আদালতে ইংরেজি ভাষায় আদালতের কাজকর্ম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(ছ) সুদূর উত্তরপ্রদেশ-বাসীর সুবিধার্থে এলাহাবাদে সদর নিজামত ও সদর দেওয়ানী আদালতের শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয় (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ)।

(জ) বেন্টিঙ্কের একটি স্থায়ী অবদান হলো ভারতের ফৌজদারী আইনবিধির সংকলন। ১৮৩৩-এর চার্টার আইন দ্বারা গভর্নর-জেনারেলের, কাউন্সিলে এক জন আইন-সদস্য যুক্ত হয়। লর্ড মেকলে আইন-সদস্য হিসাবে যোগ দেন।

(ঝ) বেন্টিঙ্ক প্রচলিত ধর্মীয় আইন ও রেগুলেশনের সীমাবদ্ধতা দূর করে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মেকলের সভাপতিত্বে একটি 'আইন কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশন 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' রচনা করেন। অতঃপর ভারতীয় ফৌজদারী বিচারের নির্দেশিকা হিসাবে 'পেনাল-কোর্ড' অনুসৃত হয়।

জন স্টুয়ার্ট মিল ও জেরেমি বেন্থাম প্রচারিত 'উপযোগিতাবাদ' বা 'হিতবাদ' এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ভারতবাসীর স্বার্থ বিভিন্ন সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। অন্যান্য ইংরেজ গভর্নর জেনারেলদের মতো লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কও ভারতবর্ষে এসেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি হিসাবে। সব গভর্নর জেনারেলদের মতোই বেন্টিঙ্কেরও উদ্দেশ্য ছিল, একটি ঔপনিবেশিক শক্তির তার উপনিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করা। বেন্টিঙ্ক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ভারতে এসেছিলেন, ভারতবাসীর উপকার করার জন্য নয়।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে বেন্টিঙ্কের সাত বৎসর শাসনকালকে 'শান্তিপূর্ণ অন্তবর্তীস্তর' (Peaceful interlude) বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবিস্তার বা কূটনীতি কোনও কিছুর জন্যই বেন্টিঙ্কের শাসনকাল স্মরণীয় হয়। বেন্টিঙ্ক তার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার করেননি ঠিকই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সুসংহত করেছিলেন সংস্কারগুলির মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে বেন্টিঙ্কের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলির মধ্যে উদারপন্থী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই আপাত উদারপন্থী চিন্তাধারাই বেন্টিঙ্ককে এক জন ভারত-হিতৈষী শাসক হিসাবে ঐতিহাসিকদের কাছে চিহ্নিত করেছে।

গভর্নর জেনারেল হিসাবে বেন্টিঙ্কের অর্থনৈতিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের ব্যয় সংকোচন। বেণ্টিঙ্কের সময় কোম্পানির আগের সনদের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছিল। পার্লামেন্টে সংকটের জন্য পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে যাতে সমালোচিত হতে না হয় তার জন্য লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টর বেন্টিঙ্কের ব্যয় সংকোচন নীতির পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। বেন্টিঙ্ক ব্যয় সংকোচনের কথা মাথায় রেখে, সেবাদলের বাড়তি ভাতা বা পাট্টা বন্ধ করে দেন, তা ছাড়া কোম্পানির

সকল স্তরের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। এই পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে কোম্পানির আয় বছরে ১৫ লক্ষ পাউন্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ভূমিরাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রেও বেন্টিঙ্কের পদক্ষেপগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সে সব জমিকে নিষ্কর দেখানো হত, সেগুলিকে তিনি সরাসরি কোম্পানির রাজস্বের আওতায় আনেন। বেন্টিঙ্কের সময়েই এলাহাবাদ, বারানসী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রথম একটি সুনিব্যস্ত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তার সময়ে মহালওয়ারি ব্যবস্থা অনুযায়ী কৃষক জমির স্বত্ত্ব লাভ করেছিল এবং গ্রাম বা মহাল থেকে সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল।

সরকারি চাকুরীতে ভারতীয়দের নিয়োগ করার ব্যাপারে বেন্টিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কর্নওয়ালিশের আমলে নিয়ম ছিল, যে ৫০০ পাউন্ড বা তার বেশি বেতন প্রাপকের কোনও পদে কোনও ভারতীয়কে নিযুক্ত করা যাবে না। যুক্তি হিসাবে তারা দেখিয়েছিলেন ভারতীয়রা দুর্নীতিপরায়ণ ও কর্মবিমুখ। কিন্তু বেন্টিঙ্কের আমলে এই নীতি বাতিল করা হয়। তিনি বলেছেন যে, ভারতীয়দের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, সদর আমিন প্রভৃতি পদে নিয়োগ করা হবে। বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্টে ৮৭ নং ধারা সংশোধিত হয়। যেখানে বলা হয়েছিল, কোম্পানিতে কর্মচারী নিয়োগ করা হবে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগ্যতা হবে তাদের মাপকাঠি। তবে উদারপন্থা বা হিতবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বেন্টিঙ্ক এই কাজ করেননি, তার লক্ষ্য ছিল কোম্পানির ব্যয়-সংকোচন। তিনি জানতেন যে ইউরোপীয় কর্মচারীদের তুলনায়, অনেক কম বেতন দিয়ে ভারতীয় কর্মচারীদের নিয়োগ করা যাবে।

কর্নওয়ালিশ যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক তার মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। 'কমিশনার' নামে এক শ্রেণির কর্মচারীকে কেন্দ্র করে নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। কয়েকটি জেলা নিয়ে এক একটি 'ডিভিশন' বা বিভাগ তৈরি হয়েছিল। এক একটি 'ডিভিশন' পরিচালনার দায়িত্ব দিল কমিশনারদের উপর। প্রাদেশিক আপীল আদালতের এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদগুলি বাতিল করে কমিশনারদের উপর ওই কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও কমিশনারদের তার বিভাগের জেলাগুলির ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর ও জজদের কাজ দেখাশোনা করতে হতো। কিন্তু এক জন ব্যক্তির পক্ষে এতগুলি দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বেন্টিঙ্ক জেলাগুলিকে কতকগুলি মহকুমায় ভাগ করেছিলেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে সমস্ত দায়িত্বের জন্য আলাদা আলাদা নতুন পদ সৃষ্টি করা হল।

বেন্টিঙ্কের সময় ঠগি দস্যুদের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঠগিরা নিজেদের মা কালীর শিষ্য বলে দাবি করত। ঠগিরা উত্তর ও মধ্যভারতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং পথচারী ও বণিকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বেন্টিক ঠগিদের দমন করার জন্য কর্ণেল স্লিম্যাগের নেতৃত্বে একটি বিশেষ বিভাগ খোলেন এবং স্লিম্যান এই দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন ও ঠগিদার দমন করেন।

১৮০০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু সমাজে অনেক কুসংস্কার ছিল। এর মধ্যে ঘৃণ্যতম ছিল গঙ্গাসাগরে শিশুসন্তানকে ভাসিয়ে দেওয়া এবং মৃতব্যক্তির সৎকারের সময় তার বিধবা স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার রীতি। ইংরেজ সরকার এই দুইটি কু-রীতিকেই আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিল। বেন্টিঙ্কের শাসনকাল সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে একটি আইনের দ্বারা তিনি সতীদাহ প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। এই আইন বলবৎ করতে গিয়ে কোম্পানি রক্ষণশীল হিন্দুদের তীব্র ক্রোধের শিকার হলেও জোর করে কার্যকরী করেছিল। বেন্টিঙ্কের সময়ে পাশ্চাত্যবাদী ও প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে শিক্ষানীতি নির্ধারণ নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। পাশ্চাত্যবাদীরা ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের সপক্ষে মত দেন। এই মতের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা দিলেন মেকলে, আলেকজান্ডার ডাফ এবং রাজা রামমোহন রায়। এরা চেয়েছিলেন ভারতীয়রা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য পাঠ করে শিক্ষিত হোক। আর প্রাচ্যবাদীরা চেয়েছিলেন ভারতবাসীরা শিক্ষিত হবে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায়। এই মতের প্রবক্তা ছিলেন প্রিন্সেপ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সদস্য মেকলে গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের কাছে তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট' বা স্মারকলিপি পেশ করেন। বেন্টিঙ্ক নিজেও ভারতে পাশ্চত্য শিক্ষাবিস্তারের সমর্থক ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চের রেগুলেশনে বেন্টিঙ্ক ইংরেজি ভাষাকেই সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের মাত্র সাত বছরের শালনকাল ছিল ঘটনাবহুল। তিনি ভারতীয়দের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। গঙ্গাসাগরে সন্তান ভাসিয়ে দেওয়া বা সতীদাহ প্রভৃতি অমানবিক হিন্দু প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং ভারতীয়দের আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সংস্কারগুলি বেন্টিঙ্ককে বিরিটিশ ভারতের উদার শাসক হিসাবে চিহ্নিত করে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন বেন্টিঙ্ক, জেরেমি বেন্থাম ও মিলের 'উপযোগবাদী বা হিতবাদী দর্শন'-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সংস্কারগুলি চালু করেন।

উপযোগবাদী দর্শনের মূলকথা হলো অধিকাংশ মানুষের বৃহত্তম হিতসাধন।

বেন্থাম তাঁর বৃদ্ধ বয়সে মন্তব্য করেছিলেন, 'মিল হবেন ব্রিটিশ ভারতের জীবিত শাসনতন্ত্র এবং আমি হব তাঁর মৃত আইনসভা'। বেন্টিঙ্কের বিখ্যাত জীবনীকার রসেল্লি মনে করেন, 'বেন্থামের এই দাম্ভিক উক্তির প্রভাবেই অধিকাংশ ঐতিহাসিক বেন্টিঙ্ককে এক জন হিতবাদী সংস্কারক রূপে চিহ্নিত করেছেন। গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতে আসার আগে বেন্টিঙ্ক, বেন্থামকে ভারতবর্ষের প্রকৃত গভর্নর জেনারেল হওয়ার কথা বলেছিলেন বলে মনে করা হয়'। ঐতিহাসিক এরিক স্টোক্স এই ঘটনাকে স্বীকার করেননি। বেন্থামের সাথে বেন্টিঙ্কের মুখোমুখি কথা কোনও দিনও হয়নি। রসেল্লি বলেছেন— উপযোগবাদের প্রতি ঘনিষ্ঠ আনুগত্য বেন্টিঙ্কের শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন নি। ডিউক পরিবারে জন্মানোর সুবাদে বেন্থাম ও মিলের আদর্শের প্রতি তার সামান্য সহানুভূতি ছিল মাত্র। বেন্টিক নাকি জীবনে মাত্র একবারই উপযোগবাদ বা Utilitarian কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন, তাও রসিকতা করে।

বেন্টিঙ্কের শাসন অধিকাংশ ভারতীয়দের কতটা কল্যানসাধন করেছিল তা বলা খুব কঠিন। বেন্টিঙ্ক সরকার ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিল যা অনিবার্যভাবে ভারতে কৃষি সংকট ডেকে এনেছিল। বেন্টিঙ্ক ভারতীয় পণ্যের উপর বিভেদমূলক বাণিজ্যশুল্ক তুলে দেননি। এইভাবে তিনি ভারতে ব্রিটিশ পণ্য অনুপ্রবেশের রাস্তা উন্মুখ রেখেছিলেন। তার সময়ে লবণের উপর শুল্ক অত্যধিক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যে সকল বছরে ভাল ফলন হয়নি, সে সব বছরেও তিনি ভূমিরাজস্ব আদায়ে ক্ষেত্রে জমিদার বা রায়তদের কোনও ছাড় দেননি। অনেক ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্বের হার ও তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। রসেল্লি দেখেয়েছেন—তাঁর ব্যয় সংকোচনের নীতি মুদ্রা হ্রাসজনিত সংকটকে তীব্রতর করে তুলেছিল। ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য কমে গিয়েছিল এবং কৃষকেরা পণ্যের ন্যায়মূল্য পায়নি। বেন্টিঙ্ককে প্রায়ই উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনার রূপকার হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও, উন্নয়ন খাতে তাঁর সরকারের ব্যায় বরাদ্দ দিল অত্যন্ত কম। ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের ব্যায়বরাদ্দ দিল অত্যন্ত কম। ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারের সপক্ষে আইন পাশ করা হলেও ইংরাজি শিক্ষাবিস্তারের জন্য বেন্টিঙ্ক কোনও অর্থ বরাদ্দ করেননি। বেন্টিঙ্ক গঙ্গায় স্টিমার চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র ইউরোপীয় যাত্রীরা এর সুযোগ নিত, ভারতীয়রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাভবান হয় নি, তা ছাড়া সরকারি রাজস্ব, ব্যাংকারদের টাকা, কিছু মূল্যবান অথচ পচনশীল দ্রব্য, ইউরোপীয় বনিকদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যই কেবলমাত্র স্টিমারে যাতায়াত করত। স্টিমারের ভাড়া ছিল দেশী নৌকার অন্তত আট গুণ তাই ভারতীয়রা এই সুযোগ নিতে পারেননি।

কেউ কেউ মনে করেন, বেন্টিঙ্ক তাঁর সময়কালের ইউরোপের উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। উদারপন্থার প্রভাব যে বেন্টিঙ্কের মধ্যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না করণ ইটালীতে থাকাকালীন বেন্টিঙ্ক তাঁর বন্ধু অলিয়েন্সের সঙ্গে ইটালিকে অস্ট্রিয়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার কথা পরিকল্পনা করেছিলেন। ভারতবর্ষকে শাসন করতে আসার সময় তাঁর উদারপন্থী বা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ কখনোই তাঁকে মনে করিয়ে দেয়নি যে ভারতবর্ষে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন ছিল উদারপন্থা বা জাতীয়তাবাদের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কতকগুলি আধুনিক ও যুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তিনি ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে সুদক্ষ রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সর্বোপরি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে একটি শক্তিশালী সরকার গড়ে তোলা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে উপযোগবাদীদের চিন্তাধারার হয়ত কিছুটা মিল ছিল। কিন্তু উপযোগবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই যে তিনি সংস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন তা নয়। ব্যক্তি জীবনে উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেও, তাঁর শাসন সংস্কারে এই উদারপন্থার ছাপ স্পষ্ট নয়। তিনি যা কিছু সংস্কার এনেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য আরও সুদৃঢ়ভাবে কায়েম করা, ভারতীয়দের কল্যাণসাধন নয়। তাই রমেল্লি, বেন্টিঙ্ককে এক জন 'উদারপন্থী সাম্রাজ্যবাদী' (Liberal imperalist) বলে আখ্যা দিয়েছেন।